মেহেরপুরে এনটিভির ২৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এনটিভির ২৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনী প্রেস ক্লাবে কেক কেটে বর্ষপূর্তি উদযাপন করা হয়েছে।

শনিবার দুপুরে এনটিভির মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি রেজ আন উল বাসার তাপসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন গাংনী প্রেস ক্লাবের সভাপতি তৌহিদ উল দৌলা রেজা, সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম। এছাড়াও জেলার বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকরা বক্তব্য দেন।

বক্তারা বলেন, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এনটিভি বস্তুনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ ও দায়িত্বশীল সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে দেশের গণমাধ্যমে আস্থার প্রতীক হিসেবে নিজস্ব অবস্থান তৈরি করেছে। ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেন।

পরে অতিথি ও সাংবাদিকরা এনটিভির ২৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটেন এবং প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

দায়ীদের আড়াল করে উল্টো প্রধান শিক্ষককে শোকজ

মেহেরপুরের গাংনীতে শিক্ষার্থীদের মাঝে পচা ডিম ও ছত্রাকযুক্ত পাউরুটি দেওয়ার ঘটনায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ‘সুশীলন’ এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে, উল্টো ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাজহারুল ইসলামকে কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ দিয়েছেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা। শিশুদের খাদ্য নিয়ে এই অনিয়ম ও পরবর্তীতে শিক্ষকের

বিরুদ্ধে নেওয়া প্রশাসনিক পদক্ষেপ ঘিরে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সচেতন মহলে তীব্র ক্ষোভ ও সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, শিশুদের পুষ্টি নিশ্চিত করা, বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়া রোধের লক্ষ্যে চলতি বছরের ২৯ মার্চ থেকে গাংনী উপজেলার ১৬২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৮ হাজার ৩৪৭ জন শিক্ষার্থীর জন্য স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু করা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় পাউরুটি, কলা, ডিম, দুধ ও বিস্কুট সরবরাহের দায়িত্বে রয়েছে সাতক্ষীরার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ‘সুশীলন’ এনজিও।

গত ১ জুলাই পৌর শহরের বাঁশবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মসূচির আওতায় শিক্ষার্থীদের মাঝে পচা ডিম ও ছত্রাকযুক্ত পাউরুটি বিতরণ করা হয়। বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হওয়ার পর নড়েচড়ে বসে শিক্ষা প্রশাসন। অভিযোগ রয়েছে, গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুর রশিদের সাথে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সখ্যতা থাকায় তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো বাঁশবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাজহারুল ইসলামকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষক ও অভিভাবকরা জানান, শুরু থেকেই বিভিন্ন বিদ্যালয়ে নিম্নমানের ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্য সরবরাহের অভিযোগ ছিল। শিক্ষকরা বারবার বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলেও কোনো সমাধান মেলেনি।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ‘সুশীলন’-এর এক কর্মকর্তা জানান, জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের ‘মাসোহারা’ না দিলে বিল উত্তোলনে বাধা সৃষ্টি হয়। তাই তাদের সন্তুষ্ট রেখেই এই ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাজহারুল ইসলাম ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “খাদ্যের মান নিয়ে অনিয়ম ধরিয়ে দেওয়া কি আমার অপরাধ হয়েছে? সত্য কথা বলায় আমাকে এখন শোকজ খেতে হলো।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুর রশিদের কাছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে কেন প্রধান শিক্ষককে শোকজ করা হলো জানতে চাইলে তিনি কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি।

অন্যদিকে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সুকুমার মৈত্র জানান, “ঘটনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। প্রধান শিক্ষককে শোকজের বিষয়টি সমাধান করে দেওয়া হবে।

স্থানীয়রা বলছেন, শিশুদের স্বাস্থ্য নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলছে, সেই ‘সুশীলন’ এনজিওর বিরুদ্ধে অবিলম্বে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঘটনাটির সুষ্ঠু তদন্ত এবং সরকারি তহবিলের অর্থ লোপাট ও অনিয়মের সাথে জড়িতদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন তারা।

গাংনীতে স্কুল ফিডিং কার্যক্রমে পচা ডিম ও পাউরুটি দেওয়ার সত্যতা মিলেছে: তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল ফিডিং কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের পচা ডিম ও ছত্রাকযুক্ত পাউরুটি দেওয়ার সত্যতা পেয়েছে তদন্ত কমিটি। তদন্তে সরবরাহকৃত ১৩৩টি ডিমের মধ্যে ২০টি ডিম পচা ও নিম্নমানের ছিল বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের পচা খাবার দেওয়ার ঘটনাটি বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারিত হলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ বিষয়টি আমলে নিয়ে দ্রুত তদন্তের নির্দেশ দেন। প্রতিমন্ত্রী কার্যালয়ের নির্দেশে গাংনী উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আসাদুদ্দৌলা ও এস এম জয়নুল ইসলাম সরেজমিনে তদন্ত শেষে প্রতিবেদন দাখিল করেন।

শুক্রবার (৩রা জুলাই) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মোঃ তানভীর মিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, তদন্তে ১৩৩টি ডিমের মধ্যে ২০টি ডিম নিম্নমানের হওয়ার

প্রমাণ পাওয়া গেছে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, বিষয়টি বিদ্যালয়ের অভিভাবক কমিটি ও খাদ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান “সুশীলন”-এর নজরে আনার পর দ্রুত ত্রুটিপূর্ণ ডিমগুলো সরিয়ে নতুন ও মানসম্মত ডিম সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়।

এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ বলেন, শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে কোনো ধরনের আপস করা হবে না। স্কুল ফিডিং কর্মসূচিতে মান নিয়ন্ত্রণে শূন্য সহনশীলতা (Zero Tolerance) নীতি অনুসরণ করা হবে। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ও দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের আরও কঠোরভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

এদিকে স্থানীয় অভিভাবকরা অভিযোগ তুলেছেন, সাতক্ষীরার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ‘সুশীলন’-এর সাথে যোগসাজশ এবং অবৈধ লেনদেনের কারণে উপজেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুর রশিদ ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সুকুমার মৈত্র বিষয়টি জেনেও নীরব ছিলেন। অভিযোগ রয়েছে, অপরাধের দায় না নিয়ে উল্টো ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাজহারুল ইসলামকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে, যা নিয়ে এলাকায় শিক্ষক, অভিভাবক ও সচেতন মহলে তীব্র সমালোচনা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

এলাকাবাসীর দাবি, ঘটনার দিনই জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের বিষয়টি অবহিত করা হলেও সেই সময়ে তারা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

গাংনীতে মাদক সেবনের দায়ে ৩ যুবকের কারাদণ্ড

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামে মাদক সেবনের সময় স্থানীয়দের হাতে আটক তিন যুবককে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। গতকাল বুধবার গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন এ

দণ্ডাদেশ দেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার হাফানিয়া গ্রামের বাসিন্দা সাগর আলী (২০), পিতা: রবিউল ইসলাম; শিলন আলী (২৪), পিতা: মৃত ইসমাইল হোসেন এবং জাহিদ (১৯), পিতা: আক্তারুল ইসলাম।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কসবা গ্রামের যুবসমাজ নিজ এলাকায় মাদকের বিস্তার রোধে নজরদারি বাড়িয়েছিলেন। গতকাল রাত আনুমানি ১১.৩০ ঘটিকার সময় ওই যুবকদের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে স্থানীয়রা তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এ সময় তারা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন বলে নিশ্চিত হয় গ্রামবাসী।

পরে সাথে থাকা দুইজন পালানোর চেষ্টা করলে স্থানীয়রা ধাওয়া করে একপর্যায়ে তাদের আটক করে গাংনী উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে কসবা গ্রামের রাসেল আহম্মেদ জানান মাদকে রুখতে আমরা যুব সমাজ বদ্ধ পরিকর সেই ধারাবাহিকতায় গতকাল রাতে একজন যুবকের গতিবিধি সন্দেহ জসক হলে আমরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় পাই এবং সাথে থাকা দুইজন পালানোর চেষ্টা করলে আমরা তাদের ধরে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশকে খবর দেয় পরে তাদের ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করে।

খবর পেয়ে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর ৩৬(৫) ধারা অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করে প্রত্যেককে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিস মের্শেদ চৌধুরী বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং মাদকের বিরুদ্ধে সরকারের ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি বাস্তবায়নে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

গাংনীর বাঁশবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পচা ডিম ও পাউরুটি দিলেন ঠিকাদার

মেহেরপুরের গাংনীর বাঁশবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পচা ডিম ও ছত্রাকযুক্ত পাউরুটি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান সুশীলন এনজিওর নির্বাহী পরিচালক মোস্তফা নুরুজ্জামানের বিরুদ্ধে।

আজ বুধবার দুপুরে সরেজমিনে গিয়ে গাংনী পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাঁশবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পচা ডিম ও ছত্রাকযুক্ত পাউরুটি দেওয়ার এ দৃশ্য দেখা গেছে।

চলতি বছরের ২৯ মার্চ স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু হওয়ার পর থেকে গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুর রশিদের যোগসাজশে নিম্নমানের খাদ্যপণ্য দেওয়া হলেও কোনো ব্যবস্থাই নিচ্ছে না কর্তৃপক্ষ। এ নিয়ে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের মাঝে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, গাংনী উপজেলার ১৬২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৮ হাজার ৩৪৭ জন শিক্ষার্থীর জন্য স্কুল ফিডিং কর্মসূচির আওতায় পাউরুটি, কলা, ডিম, দুধ ও বিস্কুট সরবরাহ করা হয়। খাদ্য সরবরাহের শুরু থেকেই নানা অভিযোগ উঠলেও কর্তৃপক্ষের নজরদারির অভাবে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে সরকারি টাকা লুটপাট করা হচ্ছে।

বাঁশবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী অনিক হাসান বলে, “আমাদের বিদ্যালয়ে বুধবার পচা ডিম ও পাউরুটি দিয়েছে। এটা শিক্ষার্থীদের জন্য ক্ষতিকর। এটা খেলে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ব।”

চতুর্থ শ্রেণির আরেক শিক্ষার্থী সাবিত হোসেন বলে, “আমি একটি ডিমের খোসা ছাড়ানোর সময় পানি বের হতে দেখি। পরে বুঝতে পারি এটি পচা ডিম। এরপর ফেলে দিই। নিম্নমানের খাবারের কারণে আমরা স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ব।”

তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী আমির হামজা জানায়, “প্রায়ই পচা ও দুর্গন্ধযুক্ত ডিম, পচা পাউরুটি ও দুধ দেয়। কোনো কোনো দিন খেতে পারি, কোনো কোনো দিন খেতে পারি না।”

পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী বায়জিদ জানায়, “সরকার ভালো মানের খাবারের জন্য টাকা দিচ্ছে, অথচ আমাদের নিম্নমানের খাবার দেওয়া হচ্ছে। নিম্নমানের খাবার খেয়ে এই বিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে কুষ্টিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল।”

অভিভাবক সুখী আক্তার বলেন, “আমাদের বাচ্চাদের যে খাবারগুলো দেওয়া হয়, সেগুলো ভালো হওয়া দরকার। নিম্নমানের খাবার খেলে আমাদের সন্তানরা অসুস্থ হয়ে পড়বে। তাই সরকারের কাছে অনুরোধ, বিতরণকৃত খাবারগুলো যেন যথাযথভাবে তদারকি করা হয়।”

কাজিপুর গ্রামের অভিভাবক শহিদুল ইসলাম বলেন, “শিশুদের দৈনন্দিন পুষ্টির ঘাটতি পূরণ, শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আসতে উৎসাহিত করা এবং ঝরে পড়া রোধে সরকার বিপুল পরিমাণ টাকা ব্যয় করছে। অথচ তদারকির অভাবে নিম্নমানের খাবার দেওয়া হচ্ছে।”

বাঁশবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাজারুল ইসলাম বলেন, “পচা ডিম ও নিম্নমানের খাদ্য দিলেও কিছু বলার বা করার থাকে না। বারবার কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও তারা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। বরং বলতে গেলে হয়রানির শিকার হতে হয়।”

গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুর রশিদ জানান, এ বিষয়ে তাঁর কিছু করার নেই।

সুশীলন এনজিওর নির্বাহী পরিচালক মোস্তফা নুরুজ্জামানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর প্রতিনিধি, সুশীলন এনজিওর এরিয়া ম্যানেজার সুমন আলী বলেন, “কোনো বিদ্যালয়ে পচা ডিম বা পাউরুটি গেলে অভিযোগ পেলে সেগুলো পরিবর্তন করে দেওয়া হবে।”

কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো.

আব্দুস সামাদ বলেন, “পচা বা নষ্ট ডিম খেলে মারাত্মক ফুড পয়জনিং বা খাদ্যবিষক্রিয়া হতে পারে। এছাড়া তীব্র পেটব্যথা, বমিভাব, পাতলা পায়খানা, ডায়রিয়া বা শরীর দুর্বল হয়ে যেতে পারে। আরও নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে।”

মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সুকুমার মিত্র বলেন, “পচা ডিম বা নিম্নমানের পাউরুটি ও কলা দেওয়ার কোনো তথ্য আমার কাছে নেই। তবে অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

মেহেরপুরে ৩টি গাঁজার গাছসহ আটক-১

মেহেরপুরের গাংনীতে অভিযান চালিয়ে ৩টি গাঁজার গাছসহ মো: আব্দুল হালিমকে(৫৫) নামের একজনকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের কালীগাংনী ভিটাপাড়া বিলের মাঠে অভিযান চালিয়ে গাঁজার গাছ সহ তাকে আটক করা হয়। আটক মোঃ আব্দুল হালিম কালীগাংনীর বাসিন্দা।

এ বিষয়ে আজ বুধবার দুপুর ১টা ৫০ মিনিট এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন মেহেরপুর জেলা ডিবি পুলিশের ওসি প্রদীপ কুমার সানা।

লিখিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুর জেলা পুলিশের গোয়েন্দার একটি টিম জেলার সদর থানার কুতুবপুর ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের কালীগাংনী ভিটাপাড়ার বিলের মাঠের মধ্যে চতুর-দিকে ইটের গাথুনির ওয়াল বিশিষ্ট একতলা বসত বাড়ির মাটির উঠান হতে মোঃ আব্দুল হালিমকে আটক করা হয়।

এসময় তার চাষকৃত ৩টি (তিনটি) গাঁজার গাছ উদ্ধার করা হয়েছে।গাঁজার গাছগুলোর উচ্চতা যথাক্রমে ০৯ ফুট ০৪ ইঞ্চি, ০৬ ফুট ০৩ ইঞ্চি ও

০৩ ফুট ০৬ ইঞ্চি। এবং ওজন যথাক্রমে ৩ কেজি ১০০ গ্রাম, ৪৫০ গ্রাম ও ৪০ গ্রাম। এ ঘটনায় আটক আব্দুল হালিমকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে মেহেরপুর সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুর ডিবি পুলিশের ওসি প্রদীপ কুমার সানা বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর ডিবি পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে তিনটি গাঁজার গাছসহ আব্দুল হালিমকে আটক করে।আটককৃত আব্দুল হালিমের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে থানায় হস্তান্তর করা

গাংনীতে শিক্ষকের বাড়িতে বোমা সদৃশ বস্তু ও হুমকির চিরকুট

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামে আক্কাস আলী (৪৫) নামে এক শিক্ষকের বাড়ি থেকে বোমা সদৃশ একটি বস্তু ও হুমকি সম্বলিত চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ বুধবার (১ জুলাই) সকালে বাড়ির মালিক নিজ বাড়ির সামনে বোমা সদৃশ বস্তু ও একটি চিরকুট দেখতে পেয়ে গাংনী থানা পুলিশকে খবর দেন। আক্কাস আলী কসবা গ্রামের মোল্লাপাড়ার রজব আলীর ছেলে এবং গাংনী সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জমি-সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে প্রায় ছয় মাস ধরে প্রতিবেশী কয়েকজনের সঙ্গে আক্কাস আলীর বিরোধ চলছিল। সম্প্রতি উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে জমি পরিমাপ করেন। বুধবার জমি-সংক্রান্ত কাগজপত্র নিয়ে ভূমি অফিসে যাওয়ার কথা ছিল তার। এর আগেই দুর্বৃত্তরা বাড়িতে বোমা সদৃশ বস্তু ও একটি হুমকি সম্বলিত চিরকুট রেখে যায় বলে অভিযোগ উঠেছে।

উদ্ধার হওয়া চিরকুটে রাস্তার পাশ দিয়ে পানি চলাচলে বাধা না

দেওয়ার হুমকির পাশাপাশি প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) আল মামুন জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বোমাসদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধার করেছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে। কারা এ ঘটনায় জড়িত, তা শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আয়োজনে স্মার্ট ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কন্ট্রোলিং সিস্টেম প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত স্টার্টআপ, সায়েন্স প্রজেক্ট ও ইনোভেশন আইডিয়া শোকেসিং প্রোগ্রাম প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে মেহেরপুরের গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

দেশব্যাপী ৮ হাজার ২৯টি স্টলের মধ্যে প্রাথমিকভাবে ৫৪৬টি প্রকল্প বাছাই করা হয়। পরে জেলা পর্যায়ের ১০১টি সেরা প্রকল্পের মধ্য থেকে জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় নির্বাচিত প্রকল্পগুলো। প্রতিযোগিতায় ৭২ নম্বর প্রকল্প হিসেবে অংশ নিয়ে সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ।

মেহেরপুর জেলার অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার মান, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রমে ধারাবাহিক সাফল্য অর্জন করে আসছে।

প্রকল্পটির গাইড শিক্ষক ছিলেন আইসিটি বিভাগের প্রভাষক সাজ্জাদ হোসেন সবুজ এবং পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক আবু বক্কর সিদ্দিক। প্রকল্পটি তৈরি ও উপস্থাপনায় অংশ নেয় দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী নওরীন জাহান, আবির রোশান লাবিব ও জুনায়েদ পারভেজ।

সোমবার চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এবং তাঁর সহধর্মিণী ডা. জোবায়দা রহমান বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এ সময় দুই গাইড শিক্ষককে ৩০ হাজার টাকা করে এবং তিন শিক্ষার্থীকে ২০ হাজার টাকা করে প্রাইজমানি, সম্মাননা ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহসানুল হক মিলন, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা মাহাদী আমিন, শিক্ষা সচিব আব্দুল খালেক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেলসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের এ সাফল্যে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন, সন্ধানী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর, প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমানসহ জেলার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অভিনন্দন জানিয়েছেন। তারা প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিক এ সাফল্যে আনন্দ ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন।

গাংনীতে পানিতে ডুবে মাদ্রাসা ছাত্রের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে পুকুরের পানিতে ডুবে রামিম নামের ৮ বছর বয়সী এক মাদ্রাসা ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার বিকেলে গাংনী পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড ভিটাপাড়া এলাকায় মহাসিন হাজির পুকুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

‎রামিম উপজেলার গোপালনগর গ্রামের সিঙ্গাপুর প্রবাসী রুহুল আমিনের ছেলে ও স্থানীয় আলিমুল কোরআন মাদ্রাসার দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র ছিল। তারা বর্তমানে গাংনী পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সবজি আড়ত পাড়ায় বসবাস করছেন।

‎‎স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বিকেলে রামিম ও তার বন্ধু সিয়াম মহসিন হাজির পুকুর পাড়ে একটি বাঁশের তৈরি চাটাইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে খেলা করার সময় অসাবধানতাবশত রামিম পানিতে পড়ে তলিয়ে যায়।

‎এ সময় তার বন্ধু সিয়াম দ্রুত দৌড়ে গিয়ে রামিমের পরিবারকে খবর দেয়। পরে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা এসে পুকুর থেকে রামিমের অচেতন দেহ উদ্ধার করে তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত্যু ঘোষণা করে।

জরুরী বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাসমেরী খাইরুন নাহার জানান, শিশুটি হাসপাতালে নেওয়ার আগেই মারা গেছে।

‎গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাদ্দিস মোর্শেদ চৌধুরী অপমৃত্যুর মামলা হবে।

শিশুর রামিমের মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় ও নিহতের পরিবারে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

গাংনীতে ৩২ পিস ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারি আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় র্যাবের অভিযানে ৩২ পিস ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে।

রোববার (২৮ জুন) দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের হোগলবাড়িয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। সোমবার (২৯ জুন) সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে র্যাব-১২।

র্যাব সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব-১২, সিপিসি-৩, মেহেরপুর ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুদীপ্ত সরকার, পিপিএম-এর নেতৃত্বে একটি চৌকস দল ওই এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে ফারুখ হোসেনের বসতবাড়ির দক্ষিণ পাশের কাঁচা সড়কে তল্লাশি চালিয়ে ৩২ পিস ইয়াবাসহ দুইজনকে

হাতেনাতে আটক করা হয়।

আটকরা হলেন, হোগলবাড়িয়া গ্রামের মৃত খলিলুর রহমানের ছেলে ফারুখ হোসেন (৫৬) এবং একই গ্রামের মৃত ওমর আলীর ছেলে রিপন আলী (৩৬)।

র্যাব জানিয়েছে, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের পর সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। পাশাপাশি মাদকের বিরুদ্ধে র্যাবের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানানো হয়েছে।